তিথিনক্ষত্র মেনে পুজোয় মেতেছে সিঙ্গাপুরের বাঙালি

ইন্দ্রনীল সাহা

প্রবাসের পুজো

সিঙ্গাপুর, ১১ অক্টোবর : বছরের এই সময়টা এলেই মনটা বড় আনচান করে ওঠে। গত তিন বছর ধরে সিঙ্গাপুরে থাকি। পুজোর সময় বাড়ি ফেরার অবকাশ পাই না। তবে গোটা বছর যেখানেই থাকি না কেন, পুজোর সময় নিজের বাড়ি, নিজের এলাকাটাকে বড্ড মিস করি। সিঙ্গাপুরেও অনেক বাঙালি থাকেন। তবে এখানে বাঙালিদের অধিকাংশই বাংলাদেশি। ভারতীয় বাঙালির সংখ্যা তুলনায় অনেকটাই কম। এখানেও বেশ কিছু দুর্গাপুজো হয়। সেই পুজোকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে– ভারতীয় বাঙালিদের পুজো আর বাংলাদেশি বাঙালিদের পুজো।

পৃথিবীর যে যে দেশে বাঙালির বাস, সেখানে দুর্গাপুজো হবেই। তবে অন্য দেশে তিথি দেখে দুর্গাপুজো করা যায় না। কারণ সপ্তাহের মাঝে ছুটি থাকে না। তাই পশ্চিমবঙ্গে যখন দুর্গাপুজো হয়, সেই সময় সপ্তাহান্তে নানা দেশে দেবীর আরাধনা করেন প্রবাসী বাঙালিরা। কিন্তু সিঙ্গাপুরে তা হয় না। একেবারে পঞ্জিকা মেনে তিথিনক্ষত্র অনুযায়ী এখানে পুজোর আয়োজন করা হয়।

সিঙ্গাপুরে মূলত চারটি দুর্গাপুজো হয়। এগুলি হল বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন অফ সিঙ্গাপুর (বাস), বাংলা ইউনিভার্সাল সোসাইটি, বেঙ্গলি সর্বজনীন সোসাইটি ও রামকৃষ্ণ মিশনের পুজো। কলকাতা থেকেই প্রতিমা এনে পুজো করা হয়।

বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন এখানে বাঙালিদের সবচেয়ে বড় সংগঠন। এই সংগঠনের অধিকাংশই ভারতীয় বাঙালি। ১৯৫৬ সালে এই সংগঠনের পথচলা শুরু। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ২,৫০০-৩,০০০। লিটল ইন্ডিয়ার কাছে একটি হলে বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের পুজো হয়। তবে বাস-এর পুজো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য বেশি বিখ্যাত।

২১ সেপ্টেম্বর সংগঠনের তরফে ভার্চুয়ালি তনুশ্রী শংকরের নাচের ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়া ৬ অক্টোবর মহালয়া আগমনী, ৯ অক্টোবর সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। করোনা পরিস্থিতির জন্য গত দুই বছর ধরে অনলাইনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।

লিটল ইন্ডিয়া চত্বরেই আর্যসমাজের মন্দিরে বাংলা ইউনিভার্সাল সোসাইটির পুজো হয়। সিঙ্গাপুরের পশ্চিম প্রান্তে জুরোং বার্ড পার্কের কাছে বেঙ্গলি সর্বজনীন সোসাইটি পুজোর আয়োজন করে। গত ন'বছর ধরে এই পুজোর আয়োজন করেন মূলত বাংলাদেশি বাঙালিরা। এটা সিঙ্গাপুরের অন্যতম বড় আর বিখ্যাত দুর্গাপুজো। এবছর করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও সকলের জন্য এই পুজোমণ্ডপের দ্বার খোলা। সিঙ্গাপুরের সবচেয়ে পুরোনো পুজো রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্গাপুজো। ১৯২৮ সালে সিঙ্গাপুরে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এই পুজো কবে শুরু হয়েছিল, সে সম্পর্কে আমার ধারণা নেই।

গত বছর মার্চ থেকেই সিঙ্গাপুরে করোনা সংক্রমণ রুখতে বড় জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে এদেশের সরকার। অন্য সব দেশে এই কড়াকড়ি অনেকটাই শিথিল হলেও সিঙ্গাপুরে এখনও নিষেধাজ্ঞা বহাল। সেই কারণে গতবারের মতো এবারও খুব ছিমছামভাবেই সিঙ্গাপুরের সব পুজোর আয়োজন করা হয়েছে।

সিঙ্গাপুরে বেঙ্গলি সর্বজনীন সোসাইটির দুর্গা প্রতিমা।

আজ দিল্লির বৈঠকে নজর পাহাড়ের

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : পাহাড় সমস্যার সমাধান নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ডাকা বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লিতে পৌঁছেছেন পাহাড়ের দুই বিজেপি বিধায়ক এবং বিজেপির জোটে থাকা রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা। মঙ্গলবার দিল্লির নর্থ ব্লকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র উপস্থিতিতে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। যদিও রাজ্য সরকার এই বৈঠক নিয়ে সোমবার পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি। ফলে মঙ্গলবারের বৈঠকে রাজ্যের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা কার্যত নেই বললেই চলে। সেক্ষেত্রে দিল্লির বৈঠক কার্যত নিষ্ফলা হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। কেননা রাজ্যের অংশগ্রহণ ছাড়া পাহাড় নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তই নিতে পারবে না কেন্দ্রীয় সরকার। তবে, বৈঠক নিয়ে আশাবাদী দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। তিনি বলেন, 'বৈঠক ফলপ্রসূ হবে বলে আমরা আশাবাদী।' সিপিআরএমের সভাপতি রত্নবাহাদুর রাই বলেন, 'আমরা দিল্লিতে এসেছি। মঙ্গলবারের বৈঠকে পাহাড়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরব।'

পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান নিয়ে আলোচনা নতুন করে শুরু করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেইজন্য ১২ অক্টোবর দিল্লির নর্থ ব্লকে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়েছে। এই বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, রাজ্য সরকার এবং পাহাড়ের রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু সোমবার পর্যন্ত রাজ্য সরকারের তরফে এই বৈঠকে যোগ দেওয়া নিয়ে কিছুই জানানো হয়নি। এমনকি কেন্দ্রের চিঠি নবান্নে পৌঁছেছে কি না সেই ব্যাপারেও কিছু জানায়নি রাজ্য। ফলে এই ত্রিপাক্ষিক বৈঠক নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে, বৈঠক হচ্ছে ধরে নিয়েই সিপিআরএম, জিএনএলএফ, গোর্খা রাষ্ট্রীয় মুক্তি মোর্চা সহ মোট চারটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, কার্সিয়াং এবং দার্জিলিংয়ের বিজেপি বিধায়ক দিল্লিতে পৌঁছেছেন। সন্ধ্যায় দিল্লিতে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের অফিসে তাঁদের বৈঠকও হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেল চারটায় নর্থ ব্লকে বৈঠক হবে বলে জানানো হয়েছে।

রাজ্য চেয়ে জোট গ্রেটার, কেপিপি ও জিসিপিএ'র

উজ্জ্বল রায়

ধূপগুড়ি, ১১ অক্টোবর : পৃথক রাজ্যের দাবিতে জোট বেঁধে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিল কেপিপি, জিসিপিএ, গ্রেটার সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল।

গোপনে এক ছাতার তলায় এসে ইতিমধ্যেই পৃথক রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে ফেলেছেন সকল নেতৃত্ব। দলের নাম রেখেছেন, 'গ্রেটার কামতাপুর ডেমোক্রেটিক পার্টি'। যার সভাপতি হিসেবে এক সময়ের উত্তরাখণ্ড দলের কর্ণধার তথা পঞ্চানন মল্লিকের বড় মেয়ে তপতী মল্লিকের নাম উঠে এসেছে। যিনি একসময় কামতাপুর ডেমোক্রেটিকস দলের সভানেত্রীও ছিলেন।

কালীপুজোর পরবর্তীতে তাঁরা উত্তরবঙ্গব্যাপী পৃথক রাজ্যের দাবিতে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। যাঁদের কার্যকলাপে ইতিমধ্যেই রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগের টনক নড়েছে।

জানা গিয়েছে, কেপিপি, গ্রেটার সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে এক ছাতার তলায় আনার জন্য বেশ কিছু নেতা দীর্ঘদিন থেকেই চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু কখনও কেপিপি (প্রোগ্রেসিভ)-র অতুল রায় সায় দিলেও কেপিপি (ইউনাইটেড)-র সুপ্রিমো নিখিল রায় সায় দেননি। এর ফলে এক ছাতার তলায় এসে পৃথক রাজ্যের দাবিতে বহুদিন থেকে কোনও বড়সড়ো আন্দোলন গড়ে ওঠেনি বলে অভিযোগ উঠেছে। এই নিয়ে দুই দলের অন্দরের বেশ কিছু নেতা সহ রাজবংশী নেতারা ক্ষিপ্ত ছিলেন। কেপিপি প্রোগ্রেসিভ-এর সুপ্রিমো অতুল রায় মারা যাওয়ার পর দলের বেশ কিছু নেতা সহ অন্যরা পৃথক এক রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার চিন্তাভাবনা করেন।

গত এক বছর থেকে তাঁদের এই কার্যকলাপ চলছিল, যা ঘুণাক্ষরে টের পাননি গোয়েন্দারা। কয়েক মাস আগে তাঁদের প্রথম বৈঠক হয়েছে ময়নাগুড়ির জাবরামালিতে। সেখানেই তাঁরা চূড়ান্তভাবে পৃথক রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন।

রবিবার শিলিগুড়ির ফুলবাড়িতে একটি গোপন বৈঠক হয় তাঁদের। সেখানে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলার নেতারা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ১০৭ জনকে নিয়ে একটি কমিটিও তৈরি হয় এবং কালীপুজোর আগে তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে দলের নাম প্রকাশ করবেন বলে জানা গিয়েছে।

এই সংগঠনের নেতারা দফায় দফায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী সহ বিভিন্ন মহলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। যাঁদের মূল লক্ষ্য হল, সকলকে একত্রিত করে পৃথক রাজ্যের দাবিতে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া। এছাড়াও তাঁরা রাজবংশী ও কামতাপুরি ভাষার এক নাম করার দাবিতেও আন্দোলনে নামবেন বলে জানিয়েছে।

জানা গিয়েছে, মূল কমিটি থেকে ১০-১১ জনকে নিয়ে একটি 'থিংকট্যাংক' গঠন করা হবে। সংগঠনের নেতারা লক্ষ্মীপুজোর পর নস্যশেখ, মেচ, আদিবাসী, রাভা সহ বিভিন্ন জনজাতির নেতাদের সঙ্গেও বৈঠক করবেন বলে জানা গিয়েছে।

সংগঠনের সভাপতি তপতী মল্লিক এই বিষয়ে আগাম কিছু মন্তব্য করতে নারাজ। তবে রাজবংশী যুবনেতা শিলাজিৎ রায় বলেছেন, 'যদি বিভিন্ন সংগঠনকে একত্রিত করে একটি প্ল্যাটফর্মে এনে আন্দোলন করা হয়, তা নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। ভবিষ্যতে সুদূরপ্রসারী ফলাফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।'

এক ছাতার তলায়

- **কেপিপি, জিসিপিএ, গ্রেটার সহ বিভিন্ন দল মিলে নতুন প্ল্যাটফর্ম**
- **দলের নাম 'গ্রেটার কামতাপুর ডেমোক্রেটিক পার্টি'**
- **কালীপুজোর পর উত্তরবঙ্গব্যাপী আন্দোলনের হুঁশিয়ারি**

এক পুজোয় মাতোয়ারা চার রাজ্য...

দেশের চার শহরে মহাষষ্ঠীর চার চিত্র। চেন্নাই, আহমেদাবাদ, মুম্বই এবং অমৃতসরে এভাবেই আনন্দে মেতে উঠেছেন সাধারণ মানুষ। –পিটিআই ও এএফপি

সালিশি সভায় লাঠিপেটায় মৃত্যু

রাঙ্গালিবাজনা, ১১ অক্টোবর : মহাষষ্ঠীতে যখন আপামর জনতা পুজোর আনন্দ উপভোগ করতে ব্যস্ত, সেসময় বিচারসভার নাম করে এক যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল। বছর তিরিশের ওই মৃত যুবকের নাম কুবিদ মুন্ডা। ঘটনাস্থলে প্রতিবেশী ও স্থানীয়দের অনেকে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখলেও কেউ যুবককে মারধরে বাঁধা দেননি। উলটে, পেটানোতেই নাকি উৎসাহ দিয়ে গিয়েছেন। ফলস্বরূপ পুজোর দিনে প্রাণ হারাতে হল ওই যুবককে।

সোমবার আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া থানার গোপালপুর চা বাগানের ছাপরালাইনে এ ঘটনায় চরম উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ছুটে যায় পুলিশ। খুনের অভিযোগে মৃতের প্রতিবেশী শংকর লোহার ও শংকরের ছেলে রোহিত লোহারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে বীরপাড়া থানার ওসি প্রেমকুমার থামি জানিয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, কুবিদ মুন্ডা দিনমজুরির কাজে যুক্ত ছিলেন। নেশা করার অভ্যাস বরাবরই ছিল তাঁর। সম্প্রতি সে শংকরের মোবাইল ফোন চুরি করে বলে অভিযোগ ওঠে। এরপরই সোমবার তাঁকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যান শংকর। বাড়িতেই বসে 'বিচারসভা'। বিচারকের ভূমিকায় ছিলেন প্রতিবেশী শংকরই। বিচারে শংকর রায় দেন, চুরির অপরাধে কুবিদের মাথা ন্যাড়া করে পেটানো হবে। এরপর ওই যুবক কুবিদের কিছু চুল ছেঁটে ফেলে পিতা-পুত্র মিলে লাঠিপেটা করা শুরু করেন। একের পর এক লাঠির আঘাতে লুটিয়ে পড়েন কুবিদ। বীরপাড়া থানা সূত্রের খবর, ঘটনাস্থলেই যুবকের মৃত্যু হয়। মঙ্গলবার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ারে পাঠানো হবে।

করোনায় মৃত ১, সংক্রামিত ৫৮

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১১ অক্টোবর : সোমবার উত্তরের বিভিন্ন জেলা মিলিয়ে ৫৮ জনের করোনা সংক্রমণের বিষয়টি সামনে আসে। সংক্রামিত ১ জন শিলিগুড়িতে মারা যান। কোচবিহারের আরও ১১, আলিপুরদুয়ারের ৫, জলপাইগুড়ির ২০, শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার ৪ এবং দার্জিলিং জেলার ২২ জন করোনা ভাইরাসের কবলে পড়েছেন। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিলিগুড়ির চম্পাসারির বাসিন্দা বিনোদ রায় (৬২) মারা যান।

কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে আগে সংক্রামিত যথাক্রমে ১১ এবং ৬ জন এদিন সুস্থ হয়ে ওঠেন। শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় যাঁরা সংক্রামিত হয়েছেন তাঁদের ৭ জন দার্জিলিং জেলার অধীনস্থ ওয়ার্ড এবং ৩ জন জলপাইগুড়ি জেলার ওয়ার্ডের বাসিন্দা। দার্জিলিং জেলায় সংক্রামিতদের মধ্যে দার্জিলিং পুরসভা এলাকার ১, সুকনার ৬, কার্সিয়াং পুরসভা এলাকার ৩, বিজনবাড়ির ১, মাটিগাড়ার ১ এবং নকশালবাড়ির ৩ জন বাসিন্দা রয়েছেন। জেলায় আগে সংক্রামিত ২০ জন সুস্থ হয়ে ওঠেন।

পুজোর রাতে তৃণমূল যুব কর্মীদের বিবাদ

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : পঞ্চমীর রাতে ঝামেলায় জড়ালেন দুই ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব কমিটির সদস্যরা। অভিযোগ, রবিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ বর্ধমান রোডে ৫ নম্বর ওয়ার্ডের যুব সদস্য বিজয় সাহানির নেতৃত্বে একদল দুষ্কৃতী ৪ নম্বর ওয়ার্ডের যুব কমিটির সদস্য মহম্মদ আজাদের ওপর চড়াও হয়। তাঁকে রড ও বাটাম দিয়ে মারা হয় বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম হয়ে বর্তমানে এক বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি রয়েছেন ওই সদস্য। তাঁর হাত ও মাথায় গুরুতর আঘাত রয়েছে বলে নার্সিংহোম সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর থেকেই গা ঢাকা দিয়েছে বিজয় সাহানি।

এদিকে, গোটা ঘটনার সঙ্গে দলের কোনও যোগ নেই বলে দাবি করেছেন ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিদায়ি কাউন্সিলার দুর্গা সিং। তাঁর বক্তব্য, 'ব্যক্তিগত কারণ নিয়ে একটা ঝামেলা হয়েছে তবুও আমি নার্সিংহোমে গিয়ে ওই কর্মীকে দেখে আসব।'

৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল ওয়ার্ড কমিটির চেয়ারম্যান সোমা দাস বলেন, 'ঝামেলার বিষয়টা শুনেছি। রাতে আমি আজাদকে দেখতে যেতে পারিনি। সকালে দেখতে গিয়েছিলাম। জেলা যুব সভাপতিকে গোটা বিষয়টি জানানো হয়েছে।'

যুব জেলা সভাপতি কুন্তল রায় বলেন, 'আসলে এটা দুটো গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা। দুটোই পাশাপাশি পাড়া। আমি দ্রুত পুরো বিষয়টা নিয়ে ৪ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডের যুব কমিটির সঙ্গে আলোচনায় বসব।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার রাতে বর্ধমান রোডের একটি ভবনের সামনে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের যুব কমিটির সদস্য মহম্মদ আজাদ, ছোট্টু যাদব দাঁড়িয়েছিলেন। অভিযোগ, ওই সময়ে বিজয় সাহানি, বিবেক সিং সহ কয়েকজন যুবক এক বাইক আরোহীকে হেনস্থা করছিল। ৪ নম্বর ওয়ার্ডের যুব সভাপতি মহম্মদ অ্যান্টনির অভিযোগ, 'ওরা ছিনতাই করছিল না অন্য কিছু, সেটা জানা নেই। তবে বাইকে বসা ওই ব্যাক্তি আজাদদের কাছে সহযোগিতা চেয়ে বসলে ওঁরা এগিয়ে যায়। তখনকার মতো আজাদরা বিজয়দের সরিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পরেই বিজয়রা বাঁশ, বাটাম, রড নিয়ে আজাদের ওপর চড়াও হয়। আজাদ তখনও বর্ধমান রোডেই ছিলেন। পরে ছোট্টু গিয়ে আজাদকে বাঁচায়। ততক্ষণে আজাদ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। আমরা খবর পেয়েই এলাকায় যাই।' গোটা ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই খালপাড়া ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কিশোরীদের নিয়ে কর্মশালা

মালবাজার, ১১ অক্টোবর : আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষ্যে সোমবার ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটি, মালবাজার থানা এবং ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস ও চাইল্ড ইন নিড ইনস্টিটিউটের (সিনি) সম্মিলিত উদ্যোগে মালবাজার থানার চাইল্ড ফ্রেন্ডলি কর্নারে মাল শহর ও রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কিশোরীদের নিয়ে একটি কর্মশালা ও আঁকা প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে কর্মশালায় যোগদানকারী প্রত্যেকের হাতে শংসাপত্র সহ শিক্ষামূলক কিট তুলে দেওয়া হয়েছে।

হোমে সংক্রামিত ৩৮ শিশু

প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যে জেলায় এক মাস ধরে শিশুদের মধ্যে জ্বরের প্রকোপ দেখা দিয়েছে। কয়েকশো শিশু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। ময়নাগুড়ি ব্লকের তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসকরা এই জ্বরকে 'ভাইরাল ফিভার' বলছেন। কিন্তু যেহেতু করোনার কোপ এখনও রয়েছে, চিকিৎসকরা এই জ্বর নিয়ে কিছুটা হলেও উদ্বেগে রয়েছেন। এই জ্বরের প্রকোপ চলাকালীন পাঁচ-সাতটি শিশু করোনা সংক্রামিত হয়ে কোভিড হাসপাতালে ভর্তি ছিল। চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন, ওই শিশুরা তাদের মায়েদের কাছ থেকেই সংক্রামিত হয়। তাদের মায়েরাও সংক্রামিত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন।

এরই মধ্যেই রাজগঞ্জের হোমটিতে একসঙ্গে ৩৮টি শিশুর করোনা সংক্রমণের বিষয়টি সামনে আসায় কিছুটা উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। হোমটির শিশুরা কেউই বাইরে বের হয় না। চিকিৎসকদের ধারণা, যাঁরা এই শিশুদের দায়িত্বে আছেন তাঁদের থেকেই এই শিশুরা কোনওভাবে সংক্রামিত হয়। সম্ভবত বাইরে যাওয়ার কারণে তাঁরা সংক্রামিত হন। প্রশাসন জানিয়েছে, একটি শিশুর কিছুটা শারীরিক সমস্যা থাকলেও সবাই মিলে ভালোই আছে। তাদের কারও মধ্যে করোনার কোনও উপসর্গ নেই। অক্সিজেনের মাত্রা ৯৮-১০০'এর মধ্যে রয়েছে।

হোমের চাইল্ড ওয়েলফেয়ার অফিসার ডালিয়া ধারা বলেন, 'আমিও নিজেও করোনা পজিটিভ। তবে শিশুরা সহ আমরা সকলেই সুস্থ আছি। শুধুমাত্র একটি শিশুকে অসুস্থ মনে হওয়ায় ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি শিশুটির পরিবারকেও খবর দেওয়া হয়েছে।' শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক নজর রাখার পাশাপাশি স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে বলে ডালিয়া জানান।

দেবীরূপে পূজিতা...

গুয়াহাটির কামাখ্যা মন্দিরে কুমারীপুজো। সোমবার। –পিটিআই

স্বাস্থ্যবিধি মানতে জোর

কিশনগঞ্জ, ১১ অক্টোবর : কোভিড সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধিতে রেডক্রসের কিশনগঞ্জ শাখার উদ্যোগে সোমবার শহরের বিভিন্ন পুজো কমিটির সদস্যদের নিয়ে স্থানীয় দে মার্কেটের দুর্গাবাড়ি পুজোমণ্ডপ চত্বরে একটি কর্মশালা আয়োজিত হয়। জেলা শাসক আদিত্য প্রকাশ, পুলিশ সুপার কুমার আশিস কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। জেলা শাসক বলেন, 'রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী পুজোমণ্ডপে কোনওভাবেই ২০ জনের বেশি দর্শনার্থীকে প্রবেশের অধিকার দেওয়া যাবে না।' জেলা শাসক জানান, প্রতিমা নিরঞ্জনের মিছিলে ৫০ জনের উপস্থিতি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

মদ বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ১১ অক্টোবর : সোমবার সকালে কিশনগঞ্জ-বাহাদুরগঞ্জ রাজ্য সড়কে ধনতোলা গ্রামের কাছে আবগারি কর্মীরা একটি ট্রাক থেকে ৬০০০ লিটার স্পিরিট ও ২৭০ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে। ট্রাক সমেত এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই স্পিরিট ও মদ ডালখোলা থেকে বিহারের পূর্ব চম্পারণ জেলার চাকিয়ায় পাচারের ছক কষা হয়েছিল বলে খবর। ধৃতকে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতে কিশনগঞ্জ জেলে পাঠানো হয়েছে।

ভরসা ঘরের মেয়েই

প্রথম পাতার পর

জীবিকা নির্বাহ শুরু করেন বাগানের শ্রমিক কর্মচারীরা। ওরা কিন্তু ভোলেননি ওই নার্সদের অবদানের কথা। তাই অসময়ে বাগান কর্তৃপক্ষ নয়, শ্রমিকরাই তাঁদের হাতে কাউকে দেড় হাজার, কাউকে ১ হাজার টাকা করে সাম্মানিক হিসেবে তুলে দিয়েছেন। ওই চা বাগানের কর্মী রবিনসন কুজুর বলেন, 'দিদিদের ওপর ভরসা করে সবাই। ওঁরা বাগানেরই মেয়ে। দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। সবচেয়ে বড় কথা, ওঁরা সবাইকে আপন মনে করেন। ওঁদের পরামর্শের ওপর চা বাগানের অগাধ আস্থা।'

সোমবার ষষ্ঠীর বিকালে বেলা তখন ঢলে আসছে। চা বাগান শ্রমিকদের অনেকেই ঘরে ফিরেছেন। নিস্তব্ধ হাসপাতালে গিয়ে ডাক দিতেই বেরিয়ে এলেন সুগী আর প্রিস্কা। ঝকঝকে সাদা শাড়ি পরে ওঁরা যেন সদাই সেবার কাজে প্রস্তুত। কেমন আছেন? প্রশ্ন শুনে স্মিত হাসি দুজনের মুখে। 'বাগান খুলেছে এটাই তো বড় প্রাপ্তি। ভালো আছি।'

ক্রিস্টিনার সেদিন নাইট ডিউটি রয়েছে। তাই তাঁর দেখা মিলল না। শান্তি মুন্ডা তখন সেখান থেকে প্রায় ৫ কিমি দূরে জটেশ্বর ডিভিশনে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। প্রিস্কা বলেন, 'প্রায় ২০ বছর ধরে কাজ করছি। বাগানের অনেক উত্থানপতন দেখেছি। কিন্তু ২০১৫ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত এত মৃত্যু এর আগে কখনও দেখিনি। তখন আমাদের ঢালতরোয়াল কিছুই ছিল না। তবু ছুটে গিয়েছি শ্রমিকদের অসুস্থতার খবর পেয়ে। চোখের সামনে এক-একজনকে মরতে দেখেছি। আমরা চাই, বাগানটা ভালোভাবে চলুক।'

১৪ বছর ধরে এখানে কাজ করেন সুগী। তিনি বলেন, 'প্রতিবেশীরা আমাদের উপর ভরসা করেন। এটাই সবচেয়ে বড় পাওনা। কেউ অসুস্থ হলে প্রথম আমরাই পরামর্শ দিই। ছোটখাটো ব্যাপারে রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল কিংবা কোনও প্রাইভেট ডাক্তারের কাছে যেতে দিই না। প্রাথমিক চিকিৎসাটুকু আমরাই করে দিই। পরামর্শও দেই।'

মেরিকো টি কোম্পানির ডিরেক্টর সুরজিৎ বকসি বলেন, 'সেবার কাজ তো ডিউটি আওয়ার দিয়ে মাপা যায় না।'

বাগানের ভালোবাসাটাও তো আর টাকার অঙ্ক দিয়ে মাপা যায় না। বলছেন প্রিস্কারা।

শিশুর মৃত্যু

প্রথম পাতার পর

সিনিয়ার চিকিৎসকদের সিংহভাগই পুজোয় মেতে থাকায় মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য আসা সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হন। গত বছরও পুজোর পাঁচ দিনে মেডিকেলে ৬৫ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। এবার যাতে এই পরিস্থিতি তৈরি না হয় সেই জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যেই সপ্তমী থেকে লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত পুজোর ডিউটি রোস্টার তৈরি করা হয়েছে। সেখানে প্রত্যেকটি বিভাগের চিকিৎসকদের তালিকা ধরে ধরে ডিউটি চার্ট তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে কলকাতার সিংহভাগ চিকিৎসকও রয়েছেন। বিশেষ করে বেশ কিছু বিভাগের বিভাগীয় প্রধানকেও এই তালিকায় রাখা হয়েছে।

রোস্টার অনুযায়ী প্রত্যেক টিমেই সিনিয়ার চিকিৎসক, জুনিয়ার চিকিৎসক, আরএমও, নার্স থেকে শুরু করে অন্য চিকিৎসাকর্মীদেরও রাখা হয়েছে। মেডিকেল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক জানিয়েছেন, ডিউটি রোস্টার প্রত্যেককেই মানতে হবে।

কটাক্ষ ইয়েচুরির

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : জাতীয় বিমান পরিবহণ সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়ার স্বত্ব টাটা গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়ার তীব্র নিন্দা করল সিপিএম পলিটব্যুরো। সোমবার দু'দিনের পলিটব্যুরো বৈঠক শেষে দিল্লিতে সিপিএমের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি বলেন, 'দিনদুপুরে ডাকাতি শুরু করেছে বিজেপি। দেশের সব সম্পত্তি দেদার বেচে দেওয়া হচ্ছে পুঁজিপতিদের হাতে। শুধু এয়ার ইন্ডিয়া নয়, মোদি জমানায় ধারাবাহিকভাবে লুট হচ্ছে জাতীয় সম্পত্তি।' লখিমপুর নিয়ে ইয়েচুরি বলেন, সিপিএম পলিটব্যুরো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্রকে অবিলম্বে বরখাস্ত করার দাবি জানাচ্ছে।

আবহাওয়া

মঙ্গলবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩৫.০	২৭.০
শিলিগুড়ি	৩৬.০	২২.০
জলপাইগুড়ি	৩৬.০	২৩.০
কোচবিহার	৩৬.০	২৪.০
আলিপুরদুয়ার	৩৬.০	২৪.০
মালদা	৩৬.০	২৪.০
রায়গঞ্জ	৩৬.০	২৩.০
গ্যাংটক	২৯.০	১৬.০

থিমের জাঁকজমক নেই কিশনগঞ্জে

কিশনগঞ্জ, ১১ অক্টোবর : শুধু এই রাজ্যই নয়, বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে দিকে দিকে শারদোৎসবে মেতে ওঠেন সাধারণ মানুষ। ব্যতিক্রমী নন বিহারের কিশনগঞ্জের বাসিন্দারাও। সেই রাজ্যের সরকারের বিধিনিষেধ মেনেই পুজোর আয়োজনে মেতে উঠবেন সকলে। কিশনগঞ্জের অধিকাংশ পাড়ায় স্থায়ী দুর্গামণ্ডপ অথবা চণ্ডীমণ্ডপ রয়েছে। পুজোয় মণ্ডপসজ্জা, আলোকসজ্জা বাহার দেখা গেলেও থিমের জাঁকজমক নেই। প্রতিটি পুজো কমিটির বাজেট এক থেকে পাঁচ লাখের মধ্যে।

বর্তমানে কিশনগঞ্জ শহরে সর্বজনীন ও বাড়ির পুজো মিলিয়ে প্রায় ৪০টির মতো পুজো আয়োজিত হয়। তার মধ্যে কিছু হয় বাঙালি রীতি মেনে, কিছু হয় উত্তর ভারতীয় রীতি মেনে। কিশনগঞ্জের দুর্গাপুজোর ইতিহাস মুঘল আমলের স্মৃতি বহন করে চলছে। কুতুবগঞ্জ হাটের ব্যবসায়ীরা প্রথম হাট চত্বরে শারদীয়া দুর্গাপুজোর আয়োজন করেন বলে জানা যায়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় এই পুজো উল্লেখ রয়েছে। অন্যতম প্রাচীন পুজো গুদরিবাজারের বড়কুঠির শারদীয়া দুর্গাপুজো ১৯০৩ সালে শুরু হয়। ১৯২৫ সালে দে মার্কেটের দুর্গাবাড়ির পুজো কিশনগঞ্জের প্রবাসী বাঙালিদের প্রথম সর্বজনীন দুর্গাপুজো। ১৯৩০ সালে থেকে শুরু হওয়া লাইনপাড়ার ঝুলনমন্দিরের দুর্গাপুজো আজও নিয়ম মেনে হচ্ছে। এছাড়াও মিলনপল্লির মিলনমন্দিরের পুজো, সুভাষপল্লির কালীবাড়ির পুজো, ডুমুরিয়ার দুর্গা মন্দিরের পুজো, নেপালগড়ের বাস্তুহারা কলোনির পুজো, রেল কলোনির পুজো, হাসপাতাল রোডের শীতলা মন্দিরের পুজো, কইহাসার টাউন ক্লাবের পুজো, রোলবাগ ও খাগড়ার পুজো আজও কিশনগঞ্জের প্রবাসীদের নস্টালজিক করে তোলে। কিশনগঞ্জের মাধবনগরের পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অন্যরকম ইতিহাস। সমাজসেবী মুকেশ মল্লিক জানিয়েছেন, এই এলাকার পুজো শুরু হয়েছিল জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে। ধরমগঞ্জ, দিলওয়ার গঞ্জ, ফড়িংগোলা, পুরবপালি, উত্তর পালিতেও দুর্গাপুজো হয়।